১. ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত বাক্য

বাইবেলের ৬৬টি বই কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? বাইবেল ছাড়া ঈশ্বর কি আর কোন বই লিখেছেন? এই অধ্যায়ে আমরা দেখব অনুপ্রেরণা - যার মাধ্যমে ঈশ্বর বাইবেল লেখার কাজ সম্পন্ন করেছেন।

গুরুত্বপূর্ণ পদ: ২ পিতর ১:১২-২:৩

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে প্রেরিত পিতর তার দ্বিতীয় চিঠি (পত্র) লিখেছেন। এই চিঠিটিতে তিনি প্রথম শতাব্দির বিশ্বাসিদের জন্য তার সর্বশেষ কিছু নির্দেষনা দিয়েছেন। তিনি বিশেষভাবে ভ্রান্ত শিক্ষকদের বিষয়ে তাদের সতর্ক করেছেন (২:১) যারা তাদের মধ্যে দেখা দেবে এবং নিজেদের বানানো গল্প বলবে (২:৩)। অন্যদিকে ভাববাদী এবং শিষ্যেরা যা বলেছেন তা ছিল ঈশ্বরের নিজের কথা (বাক্য)। পিতরে সব শিক্ষা ছিল দুটি খাটি ভিত্তির উপর স্থাপিত: যীশুকে তার নিজের চোখে দেখা প্রমান এবং নবীদের আত্মসাক্ষ।

১. ১:১৬-১৮ পিতর কোন ঘটনার কথা উল্লেখ করছেন?
২. (১:২১) নবীরা "আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন"। তার মানে কি তারা যা লিখেছেন বা বলেছেন তাতে তাদের নিজেদের মতামতের কোন স্থান ছিল না?
৩. পিতর কি তার নিজের কথা লিখছেন নাকি ঈশ্বরের?
৪. বিশ্বাসীরা কিভাবে ভ্রান্ত শিক্ষক এবং পিতরের মত সত্য শিক্ষককে আলাদা করতে পারে?

ঈশ্বরের বাক্য

অনুপ্রাণিত শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল ঈশ্বর-নিঃশ্বসিত। বাইবেল অনুপ্রাণিত কারন বাইবেলের ঈশ্বর নিজের থেকে নিশ্বসিত হয়েছে বা এসেছে। প্রেরিত পৌল বাইবেলকে বর্ণনা করেছেন এভাবে:

> "পবিত্র শাস্ত্রের প্রত্যেকটি কথা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে এবং তা শিক্ষা, চেতনা দান, সংশোধন এবং সৎ জীবনে গড়ে উঠবার জন্য দরকারী, যাতে ঈশ্বরের লোক সম্পূর্ণভাবে উপযুক্ত হয়ে ভাল কাজ করবার জন্য প্রস্তুত হতে পারে।" (২ তীমথিয় ৩:১৬-১৭)

তাই বাইবেলের সব কিছুই ঈশ্বরের লেখা মানুষের নয়। যারা সেসমস্ত কথা লিখেছেন তারা নিজেদের কথা লেখেননি, বরং ঈশ্বর তাদের ব্যবহার করে তার নিজের কথা লিখিয়েছেন। (আরো দেখুন ইব্রীয় ১:১.) তাই পিতর যখন গীতসংহিতা থেকে উক্তি করেছেন তিনি "বলেছেন পবিত্র আত্মা অনেক দিন আগে রাজা দাউদের মুখ দিয়ে. . . যা বলেছিলেন পবিত্র শাস্ত্রের সেই কথা" তিনি বলেননি দায়ুদের সেই কথা (প্রেরিত ১:১৬)। একইভাবে পৌল যখন যিশাইয় পুস্তক থেকে মন্তব্য করেছেন, তিনি এই বলে শুরু করেছিলেন "পবিত্র আত্মা নবী যিশাইয়ের মধ্যে দিয়ে . . . বলেছিলেন" (প্রেরিত ২৮:২৫).

আমরা যখন বাইবেল পড়ি, আমাদের মনে রাখা উচিৎ যে ঈশ্বর আমাদের উদ্দেশ্যে এসব লিখিয়েছেন, যেন আমরা তা পড়তে পাড়ি। অনেকদিন আগে ঈশ্বর কিভাবে মানুষের মধ্যে দিয়ে অসাধারন সব কাজ সম্পন্ন করেছেন, সেসকল ঘটনার কথা বাইবেলে লেখা হয়েছে। তবে কেবলমাত্র সেসকল ঘটনাই নয়, বাইবেল একটি ঐশ্বরিক বই, যেখানে ভবিষ্যতের অনেক ঘটনা ভবিষ্যতদ্বাণী করা হয়েছে।

ঈশ্বরের বাক্যের ক্ষমতা

ঈশ্বর তার ক্ষমতার দ্বারা বাইবেল লিখিয়েছেন। তাই বাইবেল এর পাঠদের উপর শক্তিশালী প্রভাব ফেলতে পারে। ইব্রিয় পুস্তকে আমরা দেখতে পাই:

> "ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত ও কার্যকর এবং দুদিকেই ধার আছে এমন ছোরার চেয়েও ধারালো এই বাক্য মানুষের অন্তর, আত্মা ও অস্থি মজ্জার গভীরে কেটে বসে এবং মানুষের অন্তরের সমস্ত ইচ্ছা এবং চিন্তা পরীক্ষা করে দেখে।" (ইব্রীয় ৪ঃ১২)

যীশু বলেছেন তার বলা সমস্ত কথাই হল "আত্মা ও জীবন।" পৌল বলেছেন যারা বিশ্বাস করেছে তাদের "অন্তরে সেই বাক্য কাজ করছে।" পবিত্র বাক্য অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী। আমরা যদি ঈশ্বরের অনুসন্ধান করি তিনি তার বাক্যের মধ্য দিয়ে আমাদের নির্দেশনা এবং শিক্ষা দেন। যোহান ৬:৬৩ ১ম থিষলনীকীয় ২:১

কিছু প্রাসঙ্গিক বাইবেল পদ	
ঈশ্বরের বাক্য:	গণনা ১৫:২২-২৩; ২৩:২৬; ২৪:১৩; ২ শমূয়েল ৭:৫; যিশাইয় ১৮:৪; যিরমিয় ২:১; ২০:৯; যোয়েল ১:১; প্রেরিত ১:১৬; ২৮:২৫; ২তীমথিয় ৩:১৬; ইব্রীয় ১:১; ১পিতর ১:১০-১২; ২পিতর ৩:১৫-১৬।
ঈশ্বরের বাক্যের ক্ষমতা:	যোহন ৬:৬৩; প্রেরিত ২০:৩২; ১করিন্থিয় ১:১৮; ২:৪; ১থিষলনীকীয় ২:১৩; ২তীমথিয় ৩:১৬-১৭; ইব্রীয় ১:৩; ৪:২,১২।
ভন্ড নবীদের চিহ্নিত করার উপায়:	দ্বিতীয় বিবরণ ১৩:১-৫; ১৮:২১-২২; যিরমিয়২৮:৯; প্রেরিত ১৭:১১; ১থিষলকীয় ৫:২১ ১যোহন৪:১; প্রকাশিত বাক্য ২:২।

অনুপ্রেরণা কিভাবে কাজ করে?

ঈশ্বর বাইবেলের লেখকদেরকে বিভিন্ন উপয়ে অনুপ্রেরণা দান করেছেন। কখনো কখনো ঈশ্বর যা বলেছেন নবীরা হুবুহু তাই লিখেছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে তারা নিজেরাও বুঝতে পারেননি তারা কি লিখছেন। যেমন পিতর লিখেছেন

> যে আশীর্বাদ তোমাদের পাবার কথা তার বিষয়ে যেসব নবীরা অনেক আগে বলে গেছেন, তারা এই উদ্ধারের বিষয়ে জানবার জন্য অনেক খোঁজ খবর নিয়েছিলেন এবং জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। তাদের অন্তরে খ্রীষ্টের সেই আত্মা আগেই সাক্ষ দিয়ে বলেছিলেন যে, খ্রীষ্টকে কষ্ট ভোগ করতে হবে ও তারপর তিনি মহিমা লাভ করবেন। নবীরা জানতে চেয়েছিলেন খ্রীষ্টের সেই আত্মা কোন সময় ও কোন অবস্থার কথা তাদের জানাচ্ছিলেন।
>
> (১ম পিতর ১ঃ১০-১১)

আবার অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখা গেছে লেখকেরা কিছুটা স্বাধীনভাবে তাদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন যদিও তাদের লেখা সবই ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত ছিল। পৌলের লেখা চিঠিগুলো এর একটি বড় উদাহরণ। পৌল তার স্বকীয় ভষায় তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন, তথাপি এই সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের অণুপ্রাণিত।

পবিত্র আত্মা যেভাবেই লেখকদের অণুপ্রাণিত করুক না কেন, একটি বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে ঈশ্বর একাজে কোন ভুল হতে দেননি। যীশু বলেছেন "শাস্ত্রের খন্ডনত হইতে পারে না" (যোহন ১০:৩৫) এবং শাস্ত্রের কথা পূর্ণ হতেই হবে (মার্ক ১৪ঃ৪৯)।

দূর্ভাগ্যবশতঃ, বাইবেবেলর মূল যে পান্ডুলিপী তা আমাদের কাছে আর নেই। কারণ বাইবেলের প্রতিটি বাই বহুবার কপি করা হয়েছে এবং তারপর তা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার কারণে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে, কপি করবার ভুল বা অনুবাদের ভুলের কারনে কিছু ক্ষেত্রে বাইবেলে ভুল প্রবেশ করেছে।

একজন অনুলিপি প্রস্তুতকারক হয়তোবা একটি ভুল শব্দ বা অক্ষর লিখেছিলেন যা পরবর্তী সময়ে অন্যান্য অনুলিপি প্রস্তুতকারকদের দ্বারা পুনরাবৃতি করা হয়েছে। এটি একটি খুবই সামান্য সমস্যা যা সম্পর্কে একসময়ে অনেককে ভাবিয়ে তুলেছিল। পরবর্তীকালে বাইবেল কপি করবার জন্য কঠোর নীতি নির্ধারন করা হয়েছে, যার কারনে শত শত বছর ধরে কপি করার পরেও বাইবেল প্রায় অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে । বিশেষ করে, লোহিত সাগর পান্ডুলিপি (The Dead See Scroll) প্রমান করে যে কপি বা অনুলিপি জনিত খুব কম ভুলই বাইবেলে সংগঠিত হয়েছে।

অনুবাদ জনিত ভুল প্রায় সকল অনুবাদেই (version) হয়েছে। কেননা অনুবাদগন অনিবার্যভাবেই এমনসব শব্দ বাছাই করেছেন যা তাদের নিজস্ব মতামত বা বিশ্বাসকে ব্যক্ত করে। কিন্তুবিভিন্ন ভার্সন বা অনুবাদ যাচাই করার মাধ্যমে এধরনের আকস্মিক বা অনিয়মিত ভুল চিহ্নিত করা সম্ভব। বাইবেলের অন্যান্য অংশে যা লেখা আছে তার সাথে মিলিয়ে দেখার মাধ্যমেও এধরনের ভূলগুলো চিহ্নিত করা সম্ভব।

লোহিত সাগর পান্ডুলিপি: একটি প্রাচীন পান্ডুলিপি, যেখানে বাইবেলের পুরাতন নিয়মের বেশ কিছু অংশ লিখিতি হয়েছে। খ্রীষ্টের জন্মের ১০০ বছর পূর্ব হতে পরবর্তী ১০০ বছরে এটি লিখিত হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে জর্দানের লোহিত সাগরের কাছে এটি আবিস্কৃত হয়।

বাইবেলের মানদন্ড

বাইবেলের যে সকল লিখনী যা ঈশ্বর অনুপ্রাণিত সেসবই হল "বাইবেলের মানদন্ড"। কিভাবে আমরা বুঝতে পারি বাইবেলের কোন বাইটি অনুপ্রাণিত শাস্ত্রের অংশ এবং কোন বইটি নয়? কিছু কিছু বাইবেলের লেখক স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেনঃ "সদাপ্রভু. . . . . এই কথা . . . . বললেন।" অন্যন্য বইগুলোতে হয়তো অনুপ্রাণিত বাক্য বলে দাবী করে না। তবে যেহেতু যে লেখক সেগুলো লিখেছেন তারা ঈশ্বরের নবী ছিলেন সেগুলোও অবিলম্বে অনুপ্রাণিত ঈশ্বরের বাক্য ।

যিরমিয়ঃ ২১:১; যোয়েল ১:১

একজন নবী কি ঈশ্বরের অণুপ্রাণিত কিনা তা বুঝবার জন্য বাইবেল দুটি উপায় বলা হয়েছে:

১। তিনি নির্ভুলভাবে ভবিশ্যতের বিষয়ে ভবিষ্যতবাণী করবেন।

২। সে কখনোই কাউকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বা বিপক্ষে কোন শিক্ষা দেবেন না।

দ্বিতিয় বিবরণ ১৮ঃ২১-২২; ১৩:১-৫

মোশি, যিশাইয় এবং ইষ্রার মত অনেকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দর্শন পেয়েছেন তাদের ভবিষ্যদ্বানী করেছেন বাস্তবাবায়িত হয়েছে। সে কারণে তারা যা বলেছেন এবং যা লিখেছেন তা ঈশ্বরের কাজ বলে গৃহীত হয়েছে। তাদের লিখিত বইগুলোর সমন্বয়ে পুরাতন নিয়ম গঠিত হয়েছে এবং তা যীশু খ্রীষ্টের সময় নাগাদ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নতুন নিয়মের বইগুলোকে বাইবেলের অন্তর্ভূক্ত বই হিসেবে গ্রহণ করতে খুব বেশি সময় প্রয়োজন হয়নি। উদাহরনস্বরূপ পৌল তীমথিয়ের কাছে তার দ্বিতীয় চিঠি লেখার সময় নাগাদ লূকের লেখা সুসমাচার শাস্ত্রের অন্তর্ভূক্ত (বাইবেলের অুন্তর্ভূক্ত) হিসেবে

বিবেচনা করা হয়েছিল। একইভাবে, পৌলের লিখিত বিষয়সমূহ শাস্ত্রের অন্তর্ভূক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল যখন পিতর তার দ্বিতীয় চিঠি লিখেছিলেন।

বাইবেল যেহেতু আমাদের জন্য ঈশ্বরের নির্দেশনা প্রদান করে, আমরা এ বিষয়েও নিশ্চিত হতে পারি যে ঈশ্বর এটি নিশ্চিত করেছেন আমাদের সেকল বই প্রয়েঅজন তার সবই তিনি বাইবেলে অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

শারাংশঃ

- বাইবেলের ৬৬ বই ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত বাক্য।
- ঈশ্বর বাইবেলের লেখকদেরকে নির্ভুল ভাবে লিখতে অনুপ্রাণিত করেছেন ।
- যেহেতু বাইবেল বহুবার কপি করা হয়েছে এবং বহুভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে তাই বাইবেলে কিছু ছোটখাট ভুল সংগঠিত হয়েছে।
- ঈশ্বরের বাক্য শক্তিশালী, এটি আমাদের জীবনে নির্দেশনা দেয় এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রত্যাশা দেয়।

অনিশ্চিত লেখনী (Apocrypha)

পৃথিবীতে বিভিন্ন বাইবেলের অনূলিপি রয়েছে। তবে বেশিরভাগ বাইবেলই ৬৬টি বইয়ের সমন্বয়ে গঠিত। তবে কিছু কিছু বাইবেলে পুরাতন নিয়মে কয়েকটি অতিরিক্ত বই রয়েছে বেশিরভাগ কাথলিক বাইবেলের পুরাতন নিয়মে অতিরিক্ত সাতটি বই থাকে এবং অন্যান্য বইগুলোর মধ্যে বিভিন্ন সংযোজন করা হয়ে থাকে। কোন কোন বাইবেলে সতেরটি পর্যন্ড় অতিরিক্ত বই এবং বইয়ের অংশ অন্ড়র্ভুক্ত করা হয়েছে। পুরাতন নিয়মেহু এ সমস্ড় বইগুলোকে বলা হয় **(Apocrypha)** অর্থাৎ অজ্ঞাত বই যার অর্থ অনিশ্চিত। এসব বইগুলো লেখা হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব ২০০ হতে ১০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ সময়ের বহু আগেই পুরাতন নিয়ম লেখার কাজ সমাপ্ত হয়।

এসকল **(Apocrypha)** অনিশ্চিক লেখনীগুলোর কিছু কিছু বই হল কেবলমাত্র ইতিহাসের অংশবিশেষ যেমন ১ মাকাবীয় খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে ১০০-১৫০ বছরের যীশুদীদের ইতিহাস বর্ণনা করে। অন্যান্য বইগুলো এবারেই রূপকথা: তোবিত বইটি "তোবিত" নামক এক লোকের গল্প বলা হয়েছে যে তার রক্ষক দূত রাফাবেলের সংগে কোন এক জায়গায় যান এবং একটি গাছের দেহের অঙ্গ দ্বারা আসমডেস (Asmodees) নামক দিয়াবলকে হত্যা করেন। আরো একটি রূপক কাহিনী হল যুডিথ। এটি ইতহিাসকে মারাত্মকভাবে ভুল ব্যাখ্যা করে। যেমন- এখানে নবুখদ্নিৎসর রাজাকে বাবিলের রাজা না বলে বলা হয়েছে নিনভির আসিরিয়া অঞ্চলের রাজা। এসকল বইগুলোর অনেকগুলোই বাইবেলে উল্লেখিত ব্যক্তিদের দ্বারা লিখিত হয়েছে বলে মিথ্যা দাবী উপস্থাপন করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বারুক পুস্ড়কটি বলা হয় যিরামিয়ের বন্ধুর দ্বারা লেখা হয়েছে। তবে এটি নিশ্চিত যে এটি লেখা হয়েছিল সেই সময়ের অনেক পরে। একইভাবে উপদেশ এবং প্রজ্ঞাপ পুস্ড়ক শ্যালোমনের মৃত্যুর শতশত বছর পরে লেখা হয়েছিল এগুলো শলোমনর নিজে লেখেননি।

এসকল অনিশ্চিক লেখনীগুলোর (এ্যাপক্রিফাগুলোর / Apocrypha) কোনটিই নবীদের থেকে আসেনি একারণে এগুলোকে ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত বাণী/বাক্য নয়। যীহুদীরা তাদের প্রাত্যহিক জীবনে কোন কোন সময়ে অনিশ্চিক এসব লেখনীগুলো (এ্যাপক্রিফাগুলোর / Apocrypha) থেকে মন্তব্য বা উক্তি করে। তবে এসব উক্তি হবে ঠিক যেমন আমরা উক্তি করি রবিন্দ্রনাথ বা কাজী নজরুলের লেখনী। তাদের এসব লেখনী হয়তো বেশ উল্লেখ করার মত তবে তাই আমরা উল্লেখ করি, তবে নিশ্চই ঈশ্বর অণুপ্রাণিত নয়।

(বাংলা ভাষায় অনুবাদিত জুবলী বাইবেলের বিভিন্ন পুস্তক এ্যাপক্রিফার একটি বড় উদাহরণ। এই বাইবেলে ৬৬টি বইয়ের পরিবর্তে অনেকগুলো আলাদা বিভিন্ন পুস্তক/বই অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে)

চিন্তার উদ্দীপক

১। কেউ যদি আপনাকে প্রশ্ন করে "আপনি কিভাবে বাইবেলে বিশ্বাস করেন? এটি একটি ভুল এবং অবিশ্বাস যোগ্য তথ্যে ভরা বই" তাহলে আপনি কিভাবে তাকে উত্তর দেবেন?

২। ১ম যোহন ৪ঃ১ পদে, আমাদের বলা হয়েছে "তোমরা সব আত্মাকে বিশ্বাস কোর না, বরং যাচাই করে দেখ তারা ঈশ্বর থেকে এসেছে কিনা, কারন জগতে অনেক ভন্ড নবী বের হয়েছে।"

ক) তাদের কি ধরনের পরীক্ষা বা যাচাই করতে বলা হয়েছিল।

খ) আজকের জগতে কেউ যদি অনপ্রাণিত বলে দাবী করে আমরা তাদের কীভাবে পরীক্ষা বা যাচাই করে দেখতে পারি?

সহায়ক অনুসন্ধান

১। বাইবেলে যরা নিজেদেরকে নবী/ভাববদী হিসেসে দাবী করেছেন, তারা ছোট ছোট বা স্বল্পকালীন ভবিষ্যত বাণী করতেন, যেন তারা প্রমান করতে পারেন যে তারা সত্যি সত্যি ঈশ্বরের অণুপ্রাণিত ব্যাক্তি। যিহিস্কেলের একটি স্বল্পকালীন ভবিষ্যতবানী উল্লেখ করা হয়েছে যিহিস্কেল ১২ঃ১২-১৩ পদে। এটি কিভাবে পূর্ণ হয়েছল? (ইঙ্গিত: ২ রাজবলী ২৫ অধ্যায়ের সাথে মিলিয়ে দেখুন)

২। ঈশ্বর কি বাইবেল ছাড়া আর কোন উপায়ে আমাদের সংগে কথা বলেন? বাইবেলের পদ দ্বারা আপনার মতামত প্রমাণ করুন।

এবিষয়ে আরো জানতে চাইলে নিচে উল্লিখিত বইগুলো পড়ুনঃ

- *God's Truth* by Alan Hayward (Printland Publishers, revised, ed., 1983) Chapter 14
- *God's living word: how the Bible came to us* by D. Banyard (published by the Christadelphian, 1993). 214 pages
- *The journey from texts to translations*, by Paul D. Wegner (published by BridgePoint Books, 1999). A well-written comprehensive and illustrated account of how the "canon" of Scripture came about, and how the Bible was transmitted through the years. It also provides a detailed account of the history of English translations to 1999.

আরো দেখুনঃ

২. বাইবেল বিশ্বাস করার কারন
৪. আমি কি বিশ্বাস করি তা কি কোন বড় ব্যপার?
৫. বাইবেল পড়া
৮. ঈশ্বরে আত্মা
৩০. পুরাতন নিয়মে যিশুর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী